8th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 24-30, 2015

আমাদের উৎসব

৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames

মঙ্গলবার । ২৭ জানুয়ারি, ২০১৫ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা । সংখ্যা ০৪

আজ ছিল তরুণ নির্মাতাদের প্রদর্শনী

"একটি নয়, তিনটি পুরস্কার চাই"

একটি বাগান! হ্যা, ধরা যাক আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র সংগঠন একটি বাগান। যেখানে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র উৎসব থেকে প্রথমবারের মত শুরু হয়েছিল ক্ষুদে নির্মাতাদের চলচ্চিত্র নিয়ে প্রতিযোগিতা। বয়সসীমা যেখানে ছিল ১০ থেকে ১৮ বছর। সেই কুঁড়ি থেকে ফোটা ক্ষুদে নির্মাতারা বাগানে একটু একটু করে বেড়ে উঠলো। কিন্তু ফুল হয়ে সুবাস ছড়াবার সময়েই দেখা গেল বয়সসীমা আটকে গিয়েছে তাদের। উঠলো দাবী! দেখা গেল, চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলচ্চিত্র তৈরী করে যতটা সফল ততটাই সফল তাদের দাবী বাস্তবায়নে।

তাই এবারেই প্রথমবারের মত ক্ষুদে নির্মাতাদের পাশাপাশি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য প্রতিযোগিতার শুরু করা হয়েছে নতুন বিভাগ। ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়েসী তরুণ নির্মাতাদের এই বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে ১৫টি চলচ্চিত্র। যেখানে ৪টি চলচ্চিত্রের বিষয় "বাল্যবিবাহ" এবং বাকি ১১টি চলচ্চিত্রের বিষয় বিভিন্ন।

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া তরুণ নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, "আমরা যারা এই উৎসবে অংশ নেই ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত, আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি ধারাবাহিকতা ছিল। এরপর যদি তা বন্ধ হয়ে যেত, আমরা এই প্লাটফর্মটা হারাতাম। কিন্তু এখন এই বিভাগ চালু হওয়ায় আমরা আমাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবো।"

এই প্রসঙ্গে আরেক তরুণ নির্মাতা সাদিয়া তাবাস্‌সুম প্রীতি জানায়, "আমাদের দাবীর মুখে নেওয়া এটি খুবই ভালো উদ্যোগ। এই বিভাগে এখন মাত্র একটি পুরস্কার আছে। আশা করব পরবর্তীতে যেন তা তিনটি করা হয়।"

• সামিয়া শারমিন বিভা

সিনেমার নামের খোঁজে তাওকীর!

গত ২৬শে জানুয়ারি উৎসবে এসেছিল তরুণ নির্মাতা তাওকীর ইসলাম তার 'সিনেমার নাম খুঁজছি'এই ছবিটি নিয়ে। চলচ্চিত্রটি জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে প্রথমবারের মত প্রদর্শিত হয়। তাওকীর ইসলাম বর্তমানে দিল্লির এ.এস.এম.এস ইউনিভার্সিটিতে চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। পরিচয়পর্বে তিনি বলেন, "বাইরে পড়াশোনার কারণে আমি এই সিএফএস কে খুব মিস করি। প্রতিবছর এই সময়টার জন্য অপেক্ষায় থাকি। এবার আমি একা আসিনি। সাথে এসেছে আমার নতুন সিনেমা 'সিনেমার নাম খুঁজছি'। ছবিটি মূলত ১৯৭১ সালের যুদ্ধের একটি গল্প নিয়ে নির্মাণ করা হয়। নানান প্রতিকূলতার মাঝেও কাজটি শেষ করতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত।"

- আশিক ইব্রাহিম

আমাদের জানাও তোমার অনুভুতি...

উৎসবে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা, মজার ঘটনা লিখে পাঠাওঃ
blog@cfsbangladesh.org

অন্যদের লেখা পড়তে পারোঃ

www.cfsbangladesh.org/blog

“হুতুম” পেঁচা!

আমাদের এবারকার উৎসবের অনলাইন পার্টনার ‘হুতুম’ এর মুখোমুখি হয়েছিল ‘আমাদের উৎসব’ টিম। তাদের দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

আমাদের উৎসব: হুতুমের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু কথা...

হুতুম: হুতুমের প্রতিষ্ঠা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে হলেও ২০১২ সালে এর পরিকল্পনা করা হয়।

আমাদের উৎসব: অনলাইনে সিএফএস এর প্রচারণা সম্পর্কে কিছু বলেন...

হুতুম: আমরা এবার প্রথমবারের মত অনলাইনে সাবমিশন নিয়েছি। সিএফএস এর পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট তৈরী করেছি যা আগে ছিল না। উৎসব ও সিএফএস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার করছি।

আমাদের উৎসব: হুতুমের লক্ষ্য কী?

হুতুম: হুতুমের লক্ষ্য বলতে আমাদের আশে পাশে যে আইডিয়া বা চিন্তা আছে তা মানুষের মাধ্যম থেকে নিয়ে এসে কাজ করার। যাতে আইডিয়ার জায়গাটা আরও বিস্তৃত হয় ও নতুন নতুন বিষয় তুলে আনতে পারি।

আমাদের উৎসব: কাজের অভিজ্ঞতা...

হুতুম: এখন পর্যন্ত ভলান্টিয়ারদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো। তবে কিছু সমস্যার সম্মুখিন হয়েছি। এছাড়া উৎসবটি খুব ভালো লাগছে। উৎসবটি খুব প্রাণবন্তও বটে। তা দেখে আমরাও অনেক প্রাণবন্ত হয়ে কাজ করছি।

আমাদের উৎসব: উৎসব নিয়ে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা...

হুতুম: পরিকল্পনা বলতে, আমরা পরবর্তী বছরগুলোতে চেষ্টা করব উৎসবের সাথে আরও স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে কাজ করতে।

আমাদের উৎসব: উৎসবের শিশুরা যদি হুতুমের সাথে কাজ করতে চায়...

হুতুম: হুতুমের শিশুরা ইতোমধ্যে আমাদের সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এমনকি ওরা আমাদের থেকে খুব ভালো কাজ করে দেখাচ্ছে। বলা যায় আমরা এখানে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছি, যা করার ওরাই করছে।

আমাদের উৎসব: নামকরণের পেছনের ইতিহাস...

হুতুম: হুতুমের নামকরণটা একটু মজার। আমি সবসময় যা কিছু আঁকতাম, লিখতাম, সবশেষে পেঁচা আঁকতাম! এক সময় অনেকেই খেঁপাতো, বলতো তুমি হুতুম নাম দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান খুলে ফেলো। সেটাকেই প্রশংসা হিসেবে নিয়ে হুতুম নাম দিয়ে কাজ শুরু করলাম এবং দেখলাম যে আমরা আসলে হুতুমের মতোই রাত জেগে কাজ করছি!

- মাহমুদ সৌরভ, আবু সাঈদ নিশান

“ছবিপ্রেমীদের মিলনমেলায় আসতে চাই”

প্রতিবারের মত এবারও আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গনকে প্রাণ সঞ্চার করছে উৎসবে আসা আগত শিশুরা। উৎসবের এক ফাঁকে চোখ চলে গেল মিষ্টি একটি মুখের দিকে। ইত্তেজা মনসুর নামের সেই মিষ্টি মুখের ছেলেটি পড়ে ২য় শ্রেণিতে। ছেলেটি এসেছে তার মায়ের হাত ধরে। তার মায়ের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম মগবাজার থেকে ছেলেকে নিয়ে শুধুমাত্র একটি ছবি দেখার নেশায় চলে এসেছেন উৎসবে। মা নাঈমা খাতুন কেয়া জানান, “উৎসব শুরুর এক মাস আগে পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি এর কথা। কিন্তু পরে পত্রিকার কাগজটি হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে ফেসবুকের মাধ্যমে উৎসব আয়োজকদের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে উৎসব সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং চলে আসি।” কী ধরনের ছবি দেখবেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, “ইংরেজী ছবিগুলোই আমার পছন্দের তালিকায় প্রথমে। বাংলা ছবিগুলোও আমি দেখতে চাই। আগামীতেও আমি এই ছবিপ্রেমীদের মিলনমেলায় আসতে চাই।”

- সাদীয়া ইসলাম রোজা

উৎসবের যত 'তথ্য'

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে 'তথ্য কেন্দ্র' নামে একটি সক্রিয় টিম। এই টিম সম্পর্কে টিম লিডার মুঈদ হাসান তরিৎ জানান, "৩ বছর হল এই টিমে কাজ করছি। কিন্তু সিএফএস এর সাথে আছি ৭ বছর। প্রচন্ড ব্যস্ততা থাকার পরেও খুবই ভালো লাগে এখানে কাজ করতে। এই টিমের মূল কাজ হল উৎসবের খবর সারাদেশে পৌছে দেওয়া। পত্রিকা গুলোতে প্রেস রিলিজ পাঠানো। সাংবাদিকদের তথ্য দিয়ে উৎসব সম্পর্কে সাহায্য করা। পত্রিকায় প্রকাশিত উৎসবের সকল খবর ভেন্যুতে প্রদর্শন করা ইত্যাদি এবং আমাকে এই কাজে সহযোগিতা করে মল্লিকা, আমানী, রাফি ও লিংকন।" টিমের নতুন সদস্য রাফি ও আমানী বলেন, "এই টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। নতুন হিসেবে আমরা কাজ শিখছি এবং ভালো ভাবে কাজ করার সর্বাত্বক চেষ্টা করছি।"
শেষে মুঈদ হাসান তরিৎ আরও জানান, "তথ্য কেন্দ্র উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যা না হলে উৎসবের খবর অনেকেই জানতো না। উৎসবও জমজমাট হত না।"

- রাজকন্যা রাজ্জাক

"ওদের দেখলে পুলিশ মনে হয়"

ভলান্টিয়ারদের শান্ত রাখার জন্য একটা মাত্র শব্দই যথেষ্ট, "সিএমটি"! দুঃসাহসী, নির্ভীক, কর্মঠ এক টিমের অভ্যুত্থান ঘটেছে এবারের উৎসবে। পুরো নাম ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম হলেও নিজেদের সিএমটি বলে পরিচয় দেয় তারা। ভলান্টিয়ারদের একটাই ভয়, কখন আইডি কার্ডটা খোঁয়া যায়। এজন্য সিএমটি'র সদস্য দেখলেই নিজ কর্মে অধিক মনোযোগী হয়ে পড়ে বাকিরা। সিএমটির সক্রিয় সদস্য আশির জানায়, "সিএফএস এর প্রতিটা কাজেই আমরা সাহায্য করি। এছাড়া কোথাও কোন সমস্যা বা সংকট থাকলে আমরা চেষ্টা করি সেটা সমাধান করার।" সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি তারা পপকর্ন বিক্রি থেকে শুরু করে প্রোগামিং এর কাজেও সহযোগিতা করে। তার মতে সিএমটি শুধুমাত্র একটি টিম নয়, সিএমটি একটি কার্য ক্ষমতার উৎস। সিএমটি সম্পর্কে উৎসব ভলান্টিয়ার অহর্নিশ বলে, "সিএমটি সদস্যরা অনেক আত্মবিশ্বাসী। ওদের উপর অনেক ভরসা রাখা যায়। তবে ওদের দেখলে কেন জানি মনে হয় উৎসবে পুলিশ চলে আসছে।
সিএমটির আরেক সদস্য নবীন জানায়, "সিএমটি হল একটি আলটিমেট টিম। এটি ছাড়া উৎসব চিন্তা করা যায় না। উৎসবটি যদি হয় শুধুমাত্র সিএমটির জন্য হয়েছে।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিএমটির আরেক সদস্য জানায়, "আমরা আজাইরা! আমাদের আসলে তেমন কোন কাজ নাই।" সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সিএমটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ! সিএমটির দামাল ছেলেরা হল– আশির, তুষার, আফনান, সৃজন, নবীন, সজীব, আশিক, সিয়াম ও জয়।

- মাহমুদ সৌরভ

তরুণ নির্মাতাদের কথা...

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল আকর্ষণ হিসেবে প্রতিবারই থাকে শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্র বিভাগ। তবে সেই আকর্ষণের সাথে এবার যোগ হচ্ছে আরও বড় একটি আকর্ষণ। সেটি হল তরুণ নির্মাতাদের তৈরী চলচ্চিত্র। গতকাল জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে প্রদর্শিত হল বাংলাদেশি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নির্মিত চলচ্চিত্র। সেখানকার একটি চলচ্চিত্র হল 'রঙিন ঘুড়ি'। যার পরিচালনায় ছিলেন জায়েদ সিদ্দিকী। আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে এটি তার প্রথম ছবি এবং উৎসবকে ঘিরে তার ভালো লাগাটাও অনেক বেশি। উৎসব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এমন উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে মিলেমিশে সময় কাটানো সত্যিই অনেক আনন্দের বিষয়। দর্শকদের উপস্থিতি খুবই চমৎকার এবং উৎসবে দারুণ সময়ও কাটছে আমার।"

- জামসেদুর রহমান সজীব

উৎসবের ভলান্টিয়ার নির্ঝরের কাছে সিনেমার ডিভিডি। কিন্তু হলের রাস্তাটা সে চিনে না। কেউ তাকে পথ দেখাও।
নাহলে আমরা সিনেমাটা দেখাতে পারবোনা...

THE POPCORN DIARIES

"We are on it!"

"You don't get paid, they are not giving you anything in return. Then why are you working for the festival?" Asking such question, 11 years old Shomoy said, "Who said that I am not getting anything in return? I am getting the pleasure of working with a great group of people. Isn't that worth money?" Shomoy has been working for CFS since the sixth festival. 6 years old best friends Reeti and Manha said the same. Since the day when festival director Rayeed Morshed said that such fest is going to take place, volunteers like them have been working with full dedication .This year, the youngsters have officially taken charge of the whole festival with the 'elderly' bidding goodbye and the young adults of CFS comprising the Management team and the whole volunteer force comprises of children. And the festival has been rolling in full gear and going great so far.

-Syeda Ashfah Toaha Duti

DAILY DOSE OF WISDOM

Munira Morshed, General Secretary, Children's Film Society

"Media is almost always portraying women as objects or decorations for men. It's like a knife- a doctor uses it to save a life, but in the wrong hands, it can kill. Children should use internet and social networking sites under parental guidance to prevent exposure to such portrayal of females. Presenting women as anything other than human is unquestionably wrong, and this can only be achieved through educating the society.'

Audience Says

'I come here every year,' says 9-year-old Labiba Subah, 'and I have also been to some other festivals too, but this one is more fun!'

'This is my first time at the festival, and this is particularly wonderful because it is international, which exposes us to a diversity of cultures.' remarks Arithra, a university student.

MOVIE REVIEW: BZz

Our usual concept of a movie is an hour of pictures/photos making up a story. Danish filmmaker Luca Fattor goes against the stereotype in her one minute animation that tells the story of two flies, directed in sync with a classical musical masterpiece by Rimsky Korsakov. Make sure to catch this adorable work of animation at 3pm today!

- Raidah Morshed

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Aadeeba Kaareen, Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamsedur Rahman Sajib
Senior Reporter: Mahmud Shourov
Reporter: Samia Sharmin Biva, Sadia Islam Roza, Razkanna Razzaque Poushi, Syeda Ashfah Toaha Duti, Raidah Morshed

Photographers: Zamil Rahman, Mithila G. Mumu, Achuyat Saha Joy, Autoshi Imdad, Ahornish Ahona, Jannatul Ferdous Mou

Organized by

Supported by

Associated Partners

Online Marketing Partner